৯ জুলাই ২০২৪ । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, ২৩০ নম্বর কক্ষ

পিঠে পড়ে থাকা এই আঘাতের দাগগুলো কোনো 'শিবির'-এর নয়–এগুলো একটি স্বাধীনচেতা কণ্ঠস্বরের বিরুদ্ধে ঘোষিত ফ্যাসিবাদী প্রতিশোধের চিহ্ন। নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীরা, শেখ মুজিবের হাতে গড়া দমনযন্ত্র এখন তারই নামে হল দখল করে ছাত্রদের রক্ত ঝরায়–কারণ তারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলে। এই আঘাত শুধু একজন মোস্তফার নয়–এটা গোটা ছাত্রসমাজের পিঠে পতিত ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের চাবুক।

মোস্তফাকে ঘিরে ধরে তার ফোন তল্লাশি চালানো হয়, পোস্টে আন্দোলনের ছবি থাকায় তাকে শিবির বলে নির্যাতন চালানো হয়। শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ততা স্বীকার করানোর চেষ্টা চলে প্রায় ২ ঘণ্টা।

রুয়েট ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ১০ জুলাই রাজশাহীর বিহাস বাইপাস মোড় অবরোধ করে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গর্জে ওঠে–এ যেন রাজপথে লেখা এক সংবিধান, যেখানে মেধা আর ন্যায়ের দাবিই হয়ে ওঠে শ্লোগান।

প্যারিস রোড থেকে রাবির মেইনগেট–সেখান থেকে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটে যায় সেই মোড়ের দিকে, যেখানে দাবির স্পন্দনে কেঁপে ওঠে রাজশাহীর বাতাস। কেউ হাতে প্ল্যাকার্ড, কেউ গলায় স্লোগান–সবাই এক কণ্ঠে উচ্চারণ করে:

“দেশটা নয় পাকিস্তান, কোটার হোক অবসান”,

“কোটা না মেধা, মেধা মেধা!”,

“আদায় হবে দাবি, পথ দেখাবে রাবি।”

বিকেল পর্যন্ত চলা এই অবরোধ ছিল শুধু রাস্তা আটকে রাখার কর্মসূচি নয়–এ ছিল এক ঐতিহাসিক অবস্থান, যেখানে যুবসমাজ ঘোষণা দেয়:

“আমরা থামবো না, মেধার বিরুদ্ধে কোনো আপোষ চলবে না!”

বাংলা ব্লকেড, স্লোগানের আগুন

১০ জুলাই, ষষ্ঠ দিনের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রুয়েটের বিপ্লবীরা একত্র, বিনোদপুর বাজার থেকে বিহাস বাইপাস–সমস্ত পথ কাঁপে স্লোগানে।

“সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে”–এই কথায় উঠে আসে বিদ্রোহের প্রতিশ্রুতি। ফটক বন্ধ, রাজপথ উন্মুক্ত–আর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মেধার সৈনিকেরা।

বাংলা ব্লকেড কেবল অবরোধ নয়, এ এক প্রতিরোধের ঐতিহাসিক ক্যানভাস, যেখানে ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী দাঁড়িয়ে থাকে ব্যারিকেডের পেছনে, আর তরুণেরা দাঁড়িয়ে থাকে ইতিহাসের সামনে।

১০ জুলাই, রাজশাহীর আকাশ-বাতাস গর্জে উঠেছিল মেধা আর ন্যায়ের দাবিতে।

রুয়েট ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী শিক্ষার্থীরা যখন প্যারিস রোড থেকে মেইন গেট পেরিয়ে এগিয়ে চলেছিল বিহাস বাইপাস মোড়ের দিকে, তখন রাজপথ পরিণত হয়েছিল এক জীবন্ত সংবিধানে। প্রত্যেক কণ্ঠে একটাই শ্লোগান–বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই! এই উত্তাল জনস্রোতকে ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল কিছু সাহসী সাংবাদিক। কেউ মিছিলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক করেছিল, কেউ অদৃশ্য কোণ থেকে দৃশ্যের প্রতিটি স্পন্দন বন্দি করেছিল। মিছিলের গর্জনের মাঝে তাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে এক অন্যরকম যুদ্ধ–শব্দ আর ছবির ভাষায় সত্যকে প্রকাশ করার সংগ্রাম।

তীব্র রোদ, উত্তেজনার ভিড়, ফ্যাসিবাদের দোসরদের শঙ্কা–সবকিছুর মাঝেও তারা পিছিয়ে যায়নি। এই সংগ্রামী সাংবাদিকতার কারণেই আজ আমরা জানতে পারি কিভাবে রক্ত-মেধার সমন্বয়ে রাজশাহীর রাজপথে জন্ম নিয়েছিল এক অনন্য ঘোষণা:

'দেশটা নয় পাকিস্তান, কোটার হোক অবসান!'

ক্যামেরার ফ্রেমে বাঁধা সেই মুহূর্তগুলো আজ ইতিহাসের গর্বিত দলিল–সেই ইতিহাস, যেখানে তরুণদের মেধা আর সাংবাদিকদের কলম একসঙ্গে হয়ে ফ্যাসিবাদের নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রুয়েট–দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হাত মেলালেন এক দাবিতে: সকল সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল চাই। ১০ জুলাই চৌদ্দপাইয়ের বিহাস মোড় হয়ে ওঠে বিপ্লবের মোহনা। জাতীয় পতাকা, স্লোগান আর প্ল্যাকার্ড হাতে তারা রুখে দাঁড়ায়। "কোটা না মেধা, মেধা মেধা", "সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে", "দেশটা নয় পাকিস্তান, কোটার হোক অবসান", 'কোটা বৈষম্য নিপাত যাক, মেধাবীরা মুক্তি পাক", "আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম", "১৮ এর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার", "জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে"–এ যেন জেগে ওঠা গণচেতনার আওয়াজ। তারা রাস্তায় দাঁড়ায়, অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া সব যানবাহন থেমে যায়। প্রশ্নপত্র ফাঁস আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতীকী ক্লাস হয়। এ আন্দোলন শুধু কোটা নয়, এটি ছিল জাগরণ, ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের ঘোষিত যুদ্ধ।

এক চুমুক কোক, এক কামড় সিঙ্গাড়ায় শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে ফ্যাসিবাদের শেষ ভাড়াটে!
১১ জুলাই, বিকেল ৪টা।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ যখন ন্যায়ের দাবিতে সোচ্চার, তখন ইতিহাসের জঞ্জালে চাপা পড়ে থাকা নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনটির শেষ রক্তচক্ষু দেখা গেল জোহা চত্বরে।
চা আর চপের বদলে দেওয়া হয়েছিল হামলার নিদান,
মেধা আর যুক্তির বিরুদ্ধে তুলে ধরা হয়েছিল সন্ত্রাসের ছুরি।
১৬ বছরের দুঃশাসনের অন্যতম হাতিয়ার,
ফ্যাসিবাদের দোসর এই ছাত্রলীগ–
আজ তাদের অস্ত্রও ক্লান্ত, নেতারাও অবসন্ন।
জোহা চত্বরে সেই বিকেলটি ছিল
গণজাগরণ বনাম গদির দালালদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার শেষ মুহূর্ত।
এবং ইতিহাস রায় দিয়েছে–
চিয়ারস নয়, বিদায়!
১৬ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ তাদেরকে পাঠিয়েছে রাজপথের ডাস্টবিনে–
যেখানে স্থান হওয়া উচিত সব সন্ত্রাসী সংগঠনের।

যখন ন্যায়ের দাবিতে 'ব্লকেড'-এ ঝরে পড়ে রক্ত, তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা থেমে থাকেনি।

১২ জুলাই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে যাত্রা শুরু করা সেই বিক্ষোভ মিছিল ছিল শুধু পায়ের শব্দ নয়,

ছিলো ইতিহাসের বুকে এক প্রতিবাদের গর্জন।

শান্ত মুখগুলো হয়ে ওঠে বজ্রকণ্ঠ–

'কোটাবৈষম্য নয়, চাই সমান অধিকার!'

দেশজুড়ে চালানো হামলার প্রতিউত্তরে এই সমাবেশ ছিল সাহসী ছাত্রসমাজের একজোট হওয়ার আহ্বান।

এই মিছিল কেবল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেনি, প্রদক্ষিণ করেছে অবিচারের চারদেয়াল ভেঙে দেওয়ার স্বপ্ন।

সেদিন আর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়নি–

সেদিন জন্ম নিয়েছিল প্রতিরোধের নতুন পাথেয়।

বাঁশের পতাকা, বিপ্লবের ঘোষণা-
একটি বাঁশে বাঁধা পতাকা, আর একটি মুষ্টিবদ্ধ হাত–তাতেই ধ্বনিত হয় বিদ্রোহ।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী শিক্ষার্থীরা ১২ জুলাই রেল অবরোধ করে দেয় লাল ঝান্ডার নিশান,
তাদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত–"আমার ভাই আহত কেন? প্রশাসন জবাব চাই",
তারা চায় ন্যায়ের প্রত্যাবর্তন, তারা চায় ২০১৮-এর গর্জন আবার ফিরে আসুক আগুন হয়ে।
রেল থেমেছে, রাষ্ট্র থেমে গেছে–কিন্তু এই শিক্ষার্থী-দের সংগ্রাম চলে নিরবধি।
শুধু চাকরি নয়, এই আন্দোলন প্রশ্ন তোলে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার,
আর রাষ্ট্রের জবাব হয় লাঠি, হয় গুলি, হয় "ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী"র নগ্ন সহিংসতা।

১৪ জুলাই, প্যারিস রোড–রাজশাহীর বুকে বিপ্লবের মিছিল যখন শুরু হয়, সেই পথ ছিল প্যারিস রোড।

এ রোড কেবল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রাস্তা নয়–এখন এটি রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্রজনতার ঘূর্ণিঝড় হয়ে উঠেছে।

এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ফ্যাসিবাদের দোসর প্রশাসনের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ও ক্ষমতাবানদের সন্ত্রাসী তকমা ছিঁড়ে ফেলে এগিয়ে চলছে শত শত বিপ্লবী কণ্ঠ।

তাদের কণ্ঠে ছিল বজ্র নিনাদ–

'কোটা না মেধা, মেধা!', 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে', 'আমার ভাই আহত কেন, প্রশাসন জবাব চাই!'

আর এই প্যারিস রোড হয়ে এগিয়ে চলা পদযাত্রা কেবল প্রশাসকের দরজায় নয়, গণচেতনার কেন্দ্রস্থলে আঘাত হেনেছে।

এই পথেই শিক্ষার্থীরা দশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে পৌঁছান ডিসি অফিসে, রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে গণস্বাক্ষর তুলে দেন–এই পথেই রচিত হয় গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের অগ্রজ ঘোষণা।

প্যারিস রোড আজ ইতিহাসের সাক্ষী–এখানে হাঁটছে ভবিষ্যতের দাবিদার প্রজন্ম।

১৪ জুলাই-একটি শান্ত, সংহত সকাল। সরকারি চাকরির সব গ্রেডে বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল এবং কোটা পদ্ধতির যৌক্তিক সংস্কারের একদফা দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ গণপদযাত্রা ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি আয়োজন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। রাবি, রুয়েট, রাজশাহী কলেজসহ নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে গড়ে ওঠে এক নিরব কিন্তু দৃপ্ত প্রতিরোধ–যেখানে কণ্ঠ নয়, প্রত্যয়ের ধ্বনি ছিল মুখ্য।